৪৩ তম BCS প্রিলি

ফুল কোর্স

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

লেকচার: 10

Topic:

সংবিধান: ইতিহাস, প্রণয়ন প্রক্রিয়া, মূলনীতি, রাষ্ট্রচালনার মূলনীতি, মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

সংযুক্তি

* রাষ্ট্রপতি- রাষ্ট্রের প্রধান। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ দেন। রাষ্ট্রের সকল লোক রাষ্ট্রপতির নাম সম্মতি নির্বাচিত হয়। তবে, সকল প্রার্থী সমাপ্ত হয়। প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রে দল মাধ্যমে হয়ে নির্বাচিত প্রধান। তাই, রাষ্ট্রপতির পর প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রের নির্বাচিত বিভাগের। সুতরাং, প্রথম রাষ্ট্রপতি পরে প্রধানমন্ত্রী।।

ধন্যবাদ

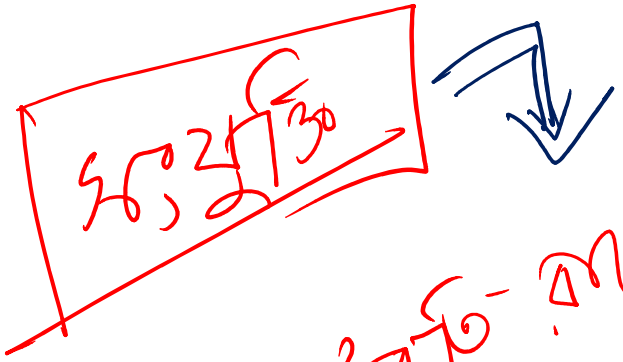

আলোচ্য বিষয়

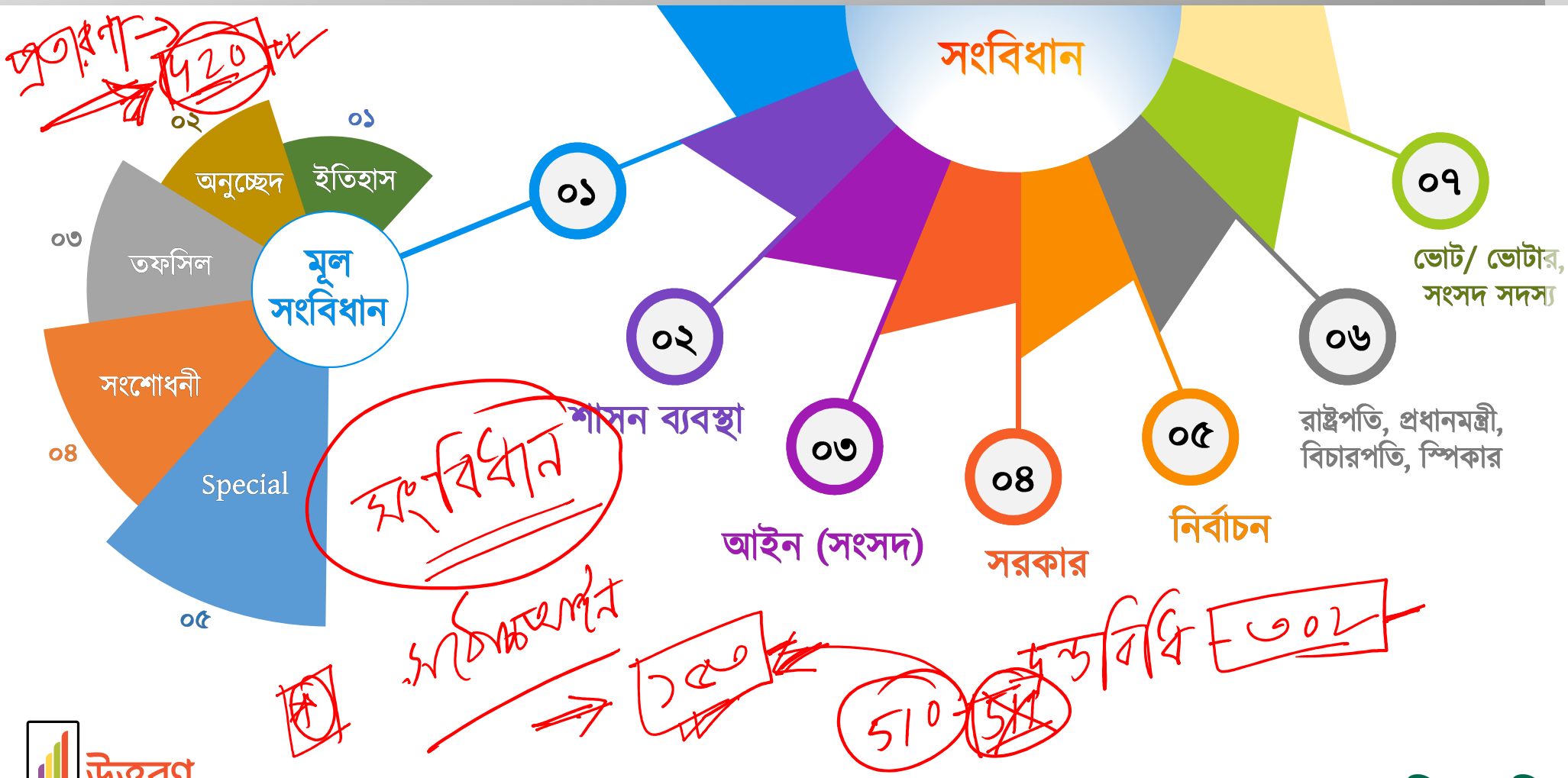
সংবিধান
০১
ইতিহাস
০২
অনুচ্ছেদ
০৩
তফসিল
০৪
সংশোধনী
০৫
Special
মূল সংবিধান
০১
শাসন ব্যবস্থা
০২
আইন (সংসদ)
০৩
সরকার
০৪
নির্বাচন
০৫
রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, বিচারপতি, স্পিকার
০৬
ভোট/ ভোটার, সংসদ সদস্য
০৭

সংবিধানের ইতিহাস

১০ এপ্রিল, ১৯৭১ : ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত আমরা ২টি অন্তবর্তীকালীন সংবিধান পাই।

প্রথমটি হলো- The Proclamation of Independence (২৬শে মার্চ ৭১ - ১০ই জানুয়ারি'৭২)। ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষণাকে অনুমোদন দানের জন্য ১০ই এপ্রিল'৭১ স্বাধীনতার "ঘোষণাপত্র" জারী করা হয়। যদিও এটি একটি ঘোষণা, তাও এটাকে আমরা অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান বলি। উহাতে রাষ্ট্রের প্রকৃতি, সরকার পদ্ধতি, সরকারের বিভাগ, সরকারের রূপরেখা পাওয়া যায়।

ঘোষণাপত্রে বাংলাদেশকে সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করা হয়।

সংবিধানের ইতিহাস

ঘোষণাপত্রে বলা হয়-

১. রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্রের সকল সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হবেন।

২. রাষ্ট্রপতি যে কোন ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রী নিয়োগ করতে পারবেন।

৩. রাষ্ট্রপতি কর ধার্য করবেন এবং অর্থ ব্যয় করবেন।

৪. রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী বিভাগের প্রধান হবেন।

৫. রাষ্ট্রপতি আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

৬. রাষ্ট্রপতি গণপরিষদ আহ্বান ও স্থগিত করবেন।

যদিও আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় রাষ্ট্রপতিকে একচেটিয়া ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল, তৎকালীন যুদ্ধকালীন অবস্থার প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতির এরূপ ক্ষমতার প্রয়োজন ছিল।

সংবিধানের ইতিহাস

দ্বিতীয় অন্তবর্তীকালীন সংবিধান হলো- The Provisional Constitution Order বা অস্থায়ী সংবিধান আদেশ (১১ জানুয়ারী'৭২ - ১৬ ডিসেম্বর'৭২)। এতে বাংলাদেশের জন্য একটি ব্রিটিশ পদ্ধতির সংসদীয় সরকারের বিধান রাখা হয়। এতে বলা হয়-

১. বাংলাদেশে একটি মন্ত্রিসভা থাকবে এবং প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভার প্রধান থাকবেন।

২. রাষ্ট্রপতি তাঁর সকল দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরামর্শক্রমে পালন করবেন।

৩. ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর এবং ১৯৭১ সালের ১ মার্চের মধ্যবর্তী বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলিতে জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের আসনগুলোতে বিজয়ী বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি গণপরিষদ গঠিত হবে।

সংবিধানের ইতিহাস

এই আদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের বিধান রাখা হয়েছিল। এই আদেশের অধীনে ১২ জানুয়ারি'৭২ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান President পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী President হলেন এবং তিনি বঙ্গবন্ধুকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দান করলেন।

২২ মার্চ, ১৯৭২ : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জন্য স্থায়ী শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি "The Constituent Assembly Order of Bangladesh" জারী করেন। এটি ছিল বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের প্রথম পদক্ষেপ। এই আদেশে বলা হয়:

১. ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর ও ১৯৭১ সালের ১লা মার্চের মধ্যবর্তী বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলোতে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের আসনগুলোতে বিজয়ী বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের (MNA) নিয়ে গণপরিষদ গঠিত হবে।

২. পরিষদ প্রজাতন্ত্রের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করবে।

সংবিধানের ইতিহাস

উল্লেখ্য যে গণপরিষদের হাতেই আইন প্রণয়ন ক্ষমতা থাকার কথা সত্ত্বেও তা দেয়া হল না বরং শুধুমাত্র একটি সংবিধান রচনার দায়িত্ব দেয়া হল।

জাতীয় ১৬৯ + প্রাদেশিক ৩০০ জন = ৪৬৯। তবে এদের মধ্যেই বিভিন্ন সময়ে মারা যায় ১২ জন + পাকিস্তানি নাগরিক হয় ২ জন + দালালী আইনে আটক ৫ জন + আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কৃত বা সংসদ পদ বাতিল হয় ৪৬ জনের + বৈদেশিক সার্ভিসে যোগ দেয় ১ জন = মোট ৬৬ জন। ৪৬৯ - ৬৬ = ৪০৩ জন সদস্য নিয়ে গণপরিষদের কর্মতৎপরতা চলে।

ফলে, চূড়ান্ত হিসেবে সংবিধান স্বাক্ষরের সময় গণপরিষদে ৪০৩ জন সদস্য ছিলেন। অর্থাৎ ৪০৩ সদস্যবিশিষ্ট গণপরিষদ বাংলাদেশের সুমহান সংবিধান প্রণয়ন করেছেন। ৪০৩ জনের মধ্যে ৩৯৯ জন সদস্য সংবিধানে স্বাক্ষর করেন। ৪ জন সদস্যের স্বাক্ষর সংবিধানে নেই।

সংবিধানের ইতিহাস

১০ এপ্রিল, ১৯৭২: গণপরিষদের ১ম অধিবেশন বসে।

১১ এপ্রিল, ১৯৭২ : গণপরিষদে খসড়া সংবিধান প্রণয়নের জন্য ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি 'খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি' গঠন করা হয়।

- ডঃ কামাল হোসেন (সভাপতি)
- 'খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি'-তে একমাত্র মহিলা সদস্য ছিলেন বেগম রাজিয়া বানু।
- খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটিতে বিরোধীদলীয় একমাত্র সদস্য ছিলেন সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত। তিনি ছিলেন ন্যাশ্‌নাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ, মোজাফফর)-এর সদস্য। তিনি ছাড়া সব সদস্য ছিলেন আওয়ামী লীগের।

সংবিধানের ইতিহাস

১৭ এপ্রিল, ১৯৭২: সালের এই কমিটির ১ম অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে সকল স্তরের মানুষের মতামত যাচাইয়ের জন্য শাসনতন্ত্র সম্পর্কে বিভিন্ন প্রস্তাব আহ্বান করা হয়। এই কমিটি মোট ৭৪ টি বৈঠকে মিলিত হয়ে সংবিধানের খসড়া-রূপ প্রণয়নে ৩০০ ঘণ্টা সময় ব্যয় করেন।

১০ জুন, ১৯৭২: কমিটির নিজেদের ধ্যান ধারণা ও সুপারিশের আলোকে ব্যাপক আলোচনার পর প্রাথমিক খসড়া সংবিধান অনুমোদিত হয়।

১২ অক্টোবর, ১৯৭২: কমিটির চেয়ারম্যান ড. কামাল হোসেন অন্যান্য দেশের সংসদীয় ব্যবস্থা অবলোকনপূর্বক খসড়া শাসনতন্ত্রের ত্রুটি নিরসনের জন্য ব্রিটেন, ভারতসহ কয়েকটি দেশ সফর করেন, অতঃপর তিনি দেশে ফিরে আসলে গণপরিষদের ২য় অধিবেশন বসে এবং কমিটির সর্বশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে ডঃ কামাল হোসেন "খসড়া শাসনতন্ত্র" বিল আকারে উত্থাপন করেন।

সংবিধানের ইতিহাস

১৯ অক্টোবর, ১৯৭২: খসড়া শাসনতন্ত্রের প্রথম পাঠ ও সাধারণ আলোচনা শুরু হয়।

৩০ অক্টোবর, ১৯৭২: এদিন পর্যন্ত ১০ টি বৈঠকে মোট ৩২ ঘণ্টা ধরে খসড়া শাসনতন্ত্রের উপর সাধারণ আলোচনা চলতে থাকে। এ সময়ে বিলের উপর মোট ১৬৩ টি সংশোধনী প্রস্তাব আনা হয়। কিন্তু মাত্র ৮৪টি সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৪ নভেম্বর, ১৯৭২: খসড়া সংবিধানের উপর তৃতীয় ও সর্বশেষ পাঠ চলে। এতে ২ ঘণ্টার কম সময় ব্যয় হয়। এদিন গণপরিষদ কর্তৃক স্বাধীন বাংলাদেশের স্থায়ী সংবিধান বিধিবদ্ধ ও গৃহীত হয়। এই দিন সংবিধান দিবস পালিত হয়।

১৪ ও ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৭২: গণপরিষদের একটি আনুষ্ঠানিক অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে সদস্যগণ হস্তলিখিত শাসনতন্ত্রের মূল অনুলিপিতে স্বাক্ষর দান করেন।

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭২: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়।

বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

১. **লিখিত সংবিধান:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান একটি লিখিত সংবিধান। কারণ ইহা একটি বিশেষ দিনে (১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর) একটি গণপরিষদ কর্তৃক পাশ করা হয়েছে। ইহাতে ১টি প্রস্তাবনা ১১টি ভাগে ১৫৩টি অনুচ্ছেদ ও ৭টি তফসিল রয়েছে।

২. **দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান:** বাংলাদেশের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়, কারণ সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতির সাহায্যে ইহাকে সংশোধন করা যায় না। ১৪২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদের মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটেই কেবল সংবিধানের কোন বিধান পরিবর্তন করা যাবে।

৩. **প্রস্তাবনা:** বাংলাদেশের সংবিধান একটি প্রস্তাবনা দিয়ে শুরু হয়েছে। ইহাকে সংবিধানের Guiding Star বলা হয়। ইহা দিক নির্দেশনা রূপে কাজ করে।

বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

৪. **সংবিধানের প্রাধান্য:** বাংলাদেশের সংবিধানে সংবিধানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কারণ ৭(২) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন। অন্য কোন আইন যদি এ সংবিধানের সাথে অসামঞ্জস্য হয় তাহলে যতখানি অসামঞ্জস্য হবে, ততখানি বাতিল বলে গণ্য হবে।

৫. **এক কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা:** বাংলাদেশ একটি এক কেন্দ্রিক গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হবে, তবে স্থানীয় সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে।

৬. **এক কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ:** ৬৫ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশে একটি এক কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাংলাদেশের পার্লামেন্টের নাম জাতীয় সংসদ এর কোন নিম্নকক্ষ নেই ইহা সমগ্র দেশের জন্য আইন প্রণয়ন করে।

বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

৭. **রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি:** বাংলাদেশের সংবিধানের ৮নং অনুচ্ছেদে ৪টি প্রধান রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতির কথা বলা হয়েছে। এরা হলো: ক. জাতীয়তাবাদ, খ. সমাজতন্ত্র, গ. গণতন্ত্র ও ঘ. ধর্মনিরপেক্ষতা।

৮. **মৌলিক অধিকার:** সংবিধানের তৃতীয়ভাগে মোট ১৮টি মৌলিক অধিকার সন্নিবেশ করা হয়েছে। এ অধিকারগুলোর পরিপন্থী কোন আইন পাশ করা যাবে না, যদি পাশ করা হয় তাহলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। এ অধিকারগুলোর অভিভাবক ও সংরক্ষণকারী হলো সুপ্রীম কোর্ট।

৯. **মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা:** মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বলতে এমন এক ধরনের শাসন ব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে দেশের শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং মন্ত্রিপরিষদ তাদের সকল প্রকার নীতি ও কার্যের জন্য আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকেন। রাষ্ট্রপতি নামমাত্র প্রধান থাকেন। প্রকৃত শাসন ক্ষমতা ব্যবহার করে মন্ত্রিপরিষদ। সংবিধানের ৫৫নং অনুচ্ছেদে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের বৈশিষ্ট্যাবলি নিহিত আছে।

বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

১০. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা: সংবিধানের ২২নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে রাষ্ট্র নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণে সচেষ্ট হবে। উল্লেখ্য যে, ১ নভেম্বর ২০০৭ থেকে বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে কর্মপরিচালনা করছে।

১১. ন্যায়পাল: সংবিধানের ৭৭নং অনুচ্ছেদে বাংলাদেশে একটি ন্যায়পালের পদ সৃষ্টি করা হয়। সরকারি যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের কাজের নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য তথা তাদের জবাবদিহিতা অধিকতর নিশ্চিতকরণকল্পে ন্যায়পালের ভূমিকা গণতান্ত্রিক সফলতায় অসীম।

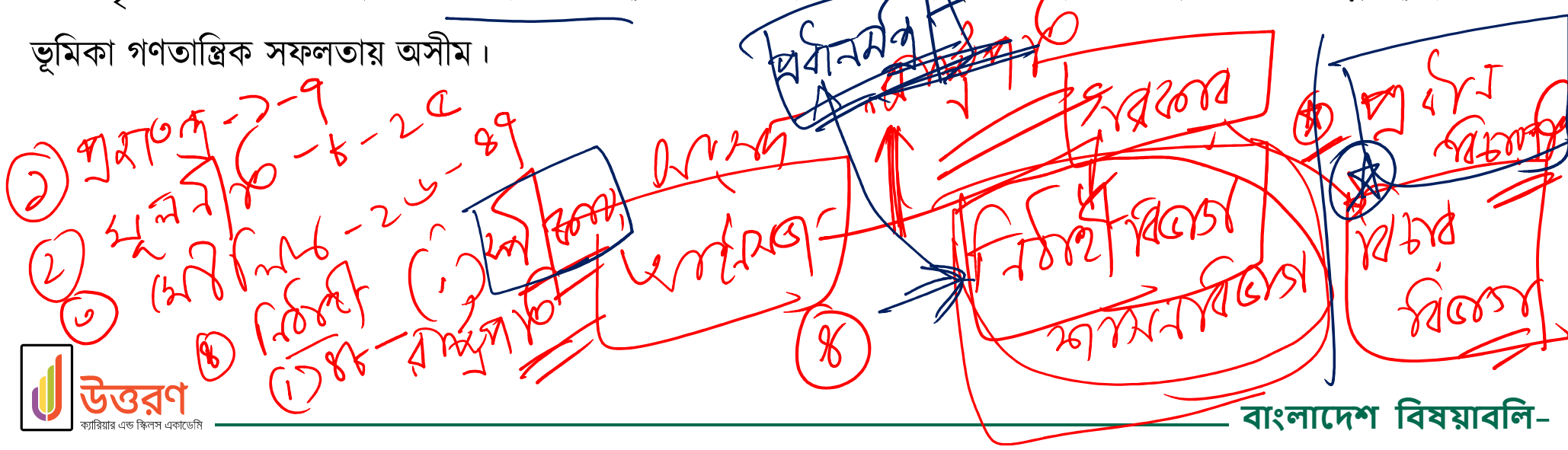

POLL QUESTION-01

➲ বাংলাদেশের প্রথম হস্তলিখিত সংবিধানের মূল লেখক কে?

(a) ড. কামাল হোসেন

(b) আব্দুর রউফ

(c) শাহ আবদুল হামিদ

(d) মোহাম্মদ উল্লাহ্

বাংলাদেশের সংবিধান

আর্টিকেল-৭(২)

The Constitution is, as the solemn expression of the will of people, the supreme law of the republic and if any other law is incosistent with this Constitution that other law shall, to the extent of inconsistancy, be void.

সংবিধান হলো কতগুলো লিখিত বা অলিখিত আইনের সমষ্টি যার দ্বারা একটি রাষ্ট্র পরিচালিত হয় ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি নির্ধারিত হয় এবং রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।

১৭৮৭ সালে রচিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে সর্বপ্রথম একটি প্রস্তাবনা সংযুক্ত করা হয়। তারপর থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে লিখিত সংবিধানে একটি প্রস্তাবনা সংযুক্ত করার প্রবণতা রীতিতে পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধান

শুধু সংবিধানে নয়, যে কোন আইনের একটি প্রস্তাবনা থাকে। প্রস্তাবনার কাজ হলো ঐ আইনের সাধারণ উদ্দেশ্য ও নীতির উল্লেখ করা অর্থাৎ প্রণীত আইনটি রচনার পেছনে আইন সভার বা প্রণেতাগণের উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা কি প্রস্তাবনা সংক্ষেপে তাই ব্যাখা করে। ইহার মাধ্যমে সংবিধান রচয়িতাদের ইচ্ছা প্রকাশিত হয়।

প্রস্তাবনা: প্রস্তাবনা হলো একটি সংবিধানের দর্শন (Philosophy)। কারণ ইহাতে ঐ সকল আদর্শ ও নীতি উল্লেখ যাকে যার উপর ভিত্তি করে সংবিধান দাঁড়িয়ে থাকে।

বাংলাদেশের সংবিধান

প্রস্তাবনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য: প্রস্তাবনা সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হলেও ইহা প্রত্যক্ষভাবে কার্যকরী অংশের অন্তর্ভুক্ত নয়। ইহাকে আদালত সরাসরি বলবৎ করতে পারে না। প্রস্তাবনার আইনগত বিশেষ মূল্য না থাকলেও ইহার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনেক। কারণ-

- প্রথমত: সংবিধানের আইনগত ভিত্তি বা সংবিধানের আইনগত উৎস নির্দেশে ইহা সর্বোৎকৃষ্ট মাপকাঠি।
- দ্বিতীয়ত: ইহা সংবিধানের নৈতিক ভিত্তিকে নির্দেশ করে। সংবিধানকে মৌলিক আইন হিসেবে মান্য করার পেছনে যে যুক্তি কাজ করে সেটাই হলো সংবিধানের নৈতিক ভিত্তি।
- তৃতীয়ত: ইহা সমগ্র জাতির জন্য একটি দিক নির্দেশনা (guiding star) হিসেবে কাজ করে। কারণ এই প্রস্তাবনাকে সামনে রেখেই দেশের সরকার ও সকল কার্যাবলি পরিচালিত হবে।
- চতুর্থত: সংবিধানের কার্যকর অংশের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রস্তাবনা বিরাট ভূমিকা পালন করে। কার্যকর অংশের কোন শব্দ বা বাক্যের অর্থ অস্পষ্ট বা দ্ব্যর্থবোধক হলে প্রস্তাবনার সাহায্যে সংশ্লিষ্ট অংশের অর্থ পরিষ্কার করে নেয়া যায়। ইহাকে সংবিধানের Basic Structure হিসেবে গণ্য করা হয়।

বাংলাদেশের সংবিধান

২০১১ সালে পঞ্চদশ সংশোধনীর পূর্ব পর্যন্ত সংবিধানের ১৪২নং অনুচ্ছেদে মোতাবেক সংবিধানের প্রস্তাবনা (২৭-৪৪নং অনুচ্ছেদ), অনু-০৮, অনু-৪৮, অনু-৫৬, অনু-১৪২ এর বিধান পরিবর্তনের জন্য গণভোটের বিধান ছিল। এই সংশোধনীর মাধ্যমে গণভোটের বিধান বাতিল করা হলেও সংবিধানে ৭(খ) অনুচ্ছদ সন্নিবেশ করে বলা হয় যে, সংবিধানের ১৪২নং অনুচ্ছেদে যা কিছুই থাকুক না কেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয়ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, নবম-ক ভাগে বর্ণিত বিধানাবলি সাপেক্ষে তৃতীয়ভাগের সকল অনুচ্ছেদ এবং ১৫০নং অনুচ্ছেদ সহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত বিধানাবলি সংযোজন, পরিবর্তন বা অন্য কোন পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হবে।

বাংলাদেশের সংবিধানের আরো কিছু তথ্য

- ব্যাখ্যাকারক : সুপ্রিম কোর্ট
- ভাষা : ২ টি
- সংশোধনী : ১৭ বার
- হস্তলিখিত পৃষ্ঠা : ৯৩/১০৮
- হস্তলেখক : আব্দুর রউফ
- অলংকরণ : জয়নুল আবেদীন

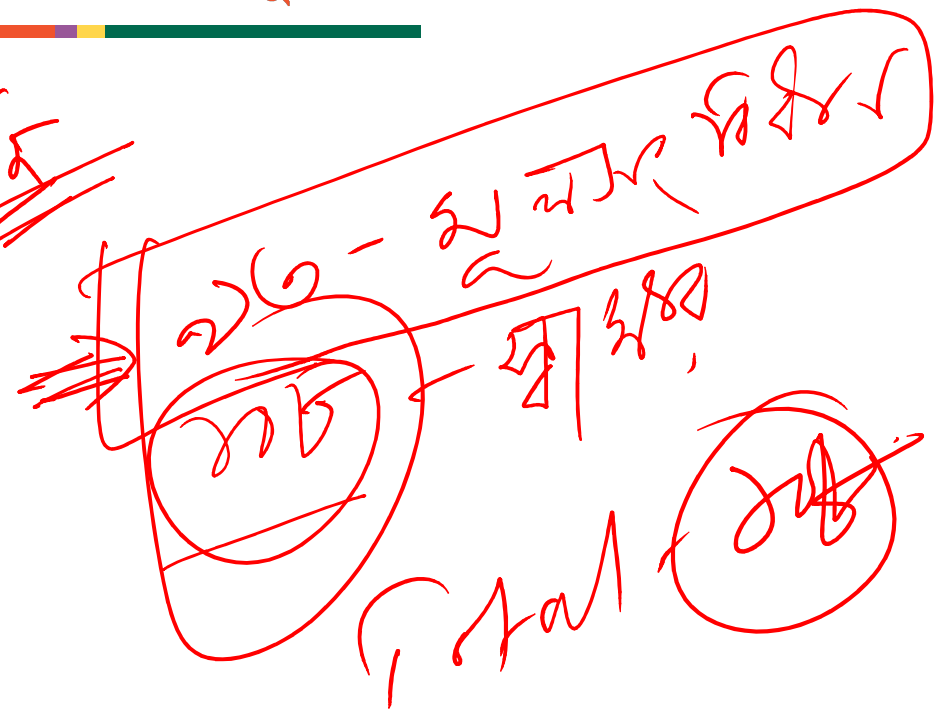

বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতি

প্রথম ভাগ-প্রজাতন্ত্র

অনুচ্ছেদ	বর্ণনা
১	বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র, যা 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' বলে পরিচিত হবে।
২(ক)	প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম; তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সম-মর্যাদা ও সম-অধিকার নিশ্চিত করবে।
৩	প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা।
৪(১)	'আমার সোনার বাংলা'র ১ম ১০ চরণ প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সংগীত।
৪(ক)	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার ও প্রধান বিচারপতির কার্যালয় এবং সকল সরকারি ও আধাসরকারি অফিস, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয়, সরকারি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনসমূহে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করতে হবে।
৫(১)	প্রজাতন্ত্রের রাজধানী ঢাকা।
৬(২)	বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙ্গালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশি বলে পরিচিত হবে।
৭(১)	জনগণ সকল ক্ষমতার মালিক এবং এই ক্ষমতার প্রয়োগ এই সংবিধানের অধীনে কার্যকর হবে।
৭(২)	সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি সংবিধানের সাথে অসামঞ্জস্য হয় তবে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ততখানি বাতিল হবে।

POLL QUESTION-02

➲ জাতির পিতার প্রতিকৃতি উল্লেখ আছে কোন অনুচ্ছেদে?

(a) ৪ নং

(b) ৪(ক) নং

(c) ২(ক) নং

(d) ৭(ক) নং

দ্বিতীয় ভাগ-রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

অনুচ্ছেদ	বর্ণনা
৭(ক)	কোন ব্যক্তি শক্তি প্রদর্শন বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বা অন্য কোন অসাংবিধানিক পন্থায় সংবিধান বা ইহার কোন অনুচ্ছেদ রদ, রহিত বা বাতিল বা স্থগিত করে কিংবা উহা করার উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করে বা এরূপ কাজ করতে সহযোগিতা বা উস্কানি প্রদান করে তবে তা রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলে গণ্য হবে এবং এরূপ অপরাধে দোষী ব্যক্তি সর্বোচ্চ দন্ডে দন্ডিত হবে।
৭(খ)	সংবিধানের মৌলিক বিধানবলি সংশোধন অযোগ্য।
৮(১)	জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা - এই নীতিসমূহ এবং এগুলো হতে উদ্ভুত এই ভাবে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলে গণ্য হবে।
৯	জাতীয়তাবাদ
১০	সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি
১১	প্রজাতন্ত্র হবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে।
১২	ধর্ম নিরপেক্ষতা বাস্তবায়নের জন্য সর্ব প্রকার সাম্প্রদায়িকতা, রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার, কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা নিপীড়ন বিলোপ করা হবে।
১৩	মালিকানার নীতি

দ্বিতীয় ভাগ-রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

অনুচ্ছেদ	বর্ণনা
১৪	রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হলো মেহনতী মানুষকে কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হতে মুক্তি দান করা।
১৫(ক)	রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হলো জনগণের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করা।
১৬	গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব
১৭	রাষ্ট্র আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
১৮(২)	গণিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
১৮(ক)	জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা
১৯(১)	সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হবে।
১৯(৩)	জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে।
২০	অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম

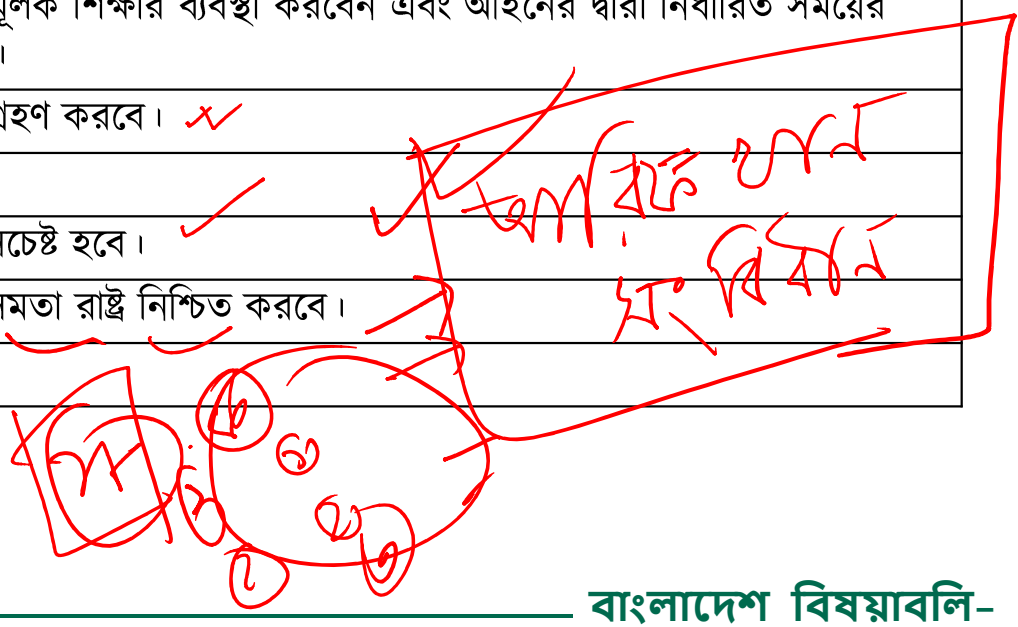

দ্বিতীয় ভাগ-রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

অনুচ্ছেদ	বর্ণনা
২১(১)	সংবিধান ও আইন মান্য করা, শৃংখলা রক্ষা করা, নাগরিক দায়িত্ব পালন করা এবং জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব।
২১(২)	সকল সময়ে জনগণের সেবা করার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কার্যে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।
২২	রাষ্ট্র নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ নিশ্চিত করবে।
২৩(ক)	রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
২৪	জাতীয় স্মৃতি নিদর্শন
২৫	জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যান্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা- এগুলো হবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি।

দ্বিতীয় ভাগ-রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

সর্বপ্রথম ১৯৩৭ সালে আয়ারল্যান্ডের সংবিধানে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি সংযোজিত হয়, এরপর ১৯৪৮ সালে মিয়ানমারের সংবিধানে, ১৯৫০ সালে ভারতের সংবিধানে, ১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালে পাকিস্তানের সংবিধানে এ সকল নীতি গৃহীত হয়। এ ধারাকে অনুসরণ করে আমাদের ১৯৭২ সালের বাংলাদেশের সংবিধানেও কতগুলো রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি গৃহীত হয়েছে।

সংজ্ঞা: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলতে সেই সকল নীতিকে বোঝায় যেগুলো রাষ্ট্রের সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে সহায়তা করে। এগুলো একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কর্মসূচি (Programme) হিসেবে কাজ করে। একারণে এদেরকে Programme rights ও বলা হয়।

দ্বিতীয় ভাগ-রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লেখিত রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতিসমূহ:

বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রের দ্বিতীয় ভাগের ৮ম থেকে ২৫তম অনুচ্ছেদ পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ বর্ণিত হয়েছে। মূল সংবিধানে বর্ণিত প্রধান ৪টি মূলনীতি ছিল নিম্নরূপ:

১. জাতীয়তাবাদ, ২, সমাজতন্ত্র, ৩, গণতন্ত্র এবং ৪. ধর্মনিরপেক্ষতা।

পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে এগুলো পুনরায় পুনঃস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া এই চারটি মূলনীতি থেকে নি:সৃত যে কোন নীতি রাষ্ট্রপরিচালনার নীতি বলে গণ্য হবে। ৯ম অনুচ্ছেদ থেকে ২৫তম অনুচ্ছেদ পর্যন্ত সকল মূলনীতি উপরিউক্ত ৪টি প্রধান মূলনীতি থেকে নিঃসৃত ও উৎসারিত। সংবিধানের ৯, ১০, ১১ ও ১২ অনুচ্ছেদে উপরোক্ত ৪টি প্রধান মূলনীতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দান করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ভাগ-রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

বাংলাদেশের সংবিধানে গৃহীত মূলনীতিগুলোকে নিম্নলিখিত ৪ ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে-

ক. অর্থনৈতিক আদর্শ সম্পর্কিত নীতিসমূহ: অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সাফল্যমণ্ডিত করে গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্রের কতগুলি কর্তব্য সম্পাদন করা উচিত। সেগুলো হল:

১. রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণের জন সচেষ্ট হবে।

২. নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা হবে।

৩. প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪. নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবন যাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ ঘটানো হবে।

দ্বিতীয় ভাগ-রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

৫ গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকীকরণের ব্যবস্থা করা হবে।

৬. কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ ঘটানো হবে।

৭. যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন করা হবে।

৮, শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হবে।

৯. জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতি সাধন।

১০. অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ জীবনধারনের অন্যান্য মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা।

১১. যুক্তিসংগত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার।

১২. বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্থতার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার।

১৩. অর্থনৈতিক উন্নতির লক্ষ্যে রাষ্ট্র তিন ধরনের মালিকানা ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে:

ক. রাষ্ট্রীয় মালিকানা, খ. সমবায় মালিকানা এবং গ. ব্যক্তিগত মালিকানা।

দ্বিতীয় ভাগ-রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

খ. সামাজিক আদর্শ সম্পর্কিত নীতিসমূহ: রাষ্ট্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়ের ভিত্তিতে এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে যেখানে সমাজস্থ প্রতিটি ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হয়। এই সামাজিক আদর্শ রূপায়নের জন্য রাষ্ট্র কতগুলি কর্তব্য সম্পাদন করবে। এগুলো হলো:

১. জনগণের পুষ্টিমান উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টা করবে।

২. একমাত্র ঔষধ হিসেবে ব্যবহার ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যহানীকর উত্তেজক পানীয় মাদকদ্রব্য ও ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধ করবে।

৩. গণিকা বৃত্তি ও জুয়াখেলা নিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪. গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য বালক-বালিকাদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করবে।

দ্বিতীয় ভাগ-রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

৫. নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
৬. মেহনতি মানুষকে কৃষক ও শ্রমিককে এ জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ থেকে মুক্তি দান। [অনু-১৪]
৭. সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা হবে। [অনু-১৯]

গ. আইন ও শাসনব্যবস্থার সংস্কারমূলক নীতি: এ জাতীয় নীতিগুলো হলো-

১. নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ নিশ্চিত হবে।
২. জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের ব্যবস্থা।
৩. জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের পরিপোষণ ও উন্নয়ন করবে। [অনু ২৩]।
৪. বিশেষ শৈল্পিক কিংবা ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পন্ন বা তাৎপর্যমণ্ডিত স্মৃতি নিদর্শন, বস্তু বা স্থানসমূহকে বিকৃতি, বিনাশ বা অপসারণ থেকে রক্ষা [অনু: ২৪]
৫. রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিগণ সমন্বয়ে স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহদানপূর্বক এ সকল প্রতিষ্ঠানসমূহে কৃষক, শ্রমিক এবং মহিলাদের যথাসম্ভব বিশেষ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করবে।
৬. জাতীয় জীবনের সর্বত্র মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

দ্বিতীয় ভাগ-রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

ঘ. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আদর্শ: বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্কে আদর্শ কি হওয়া উচিৎ সে সম্পর্কেও নির্দেশমূলক নীতিতে কিছুটা ইঙ্গিত করার জন্য রাষ্ট্রকে সচেষ্ট থাকতে বলা হয়েছে যে, নিম্ন লিখিত বিষয়গুলো কার্যকর করার জন্য রাষ্ট্রকে সচেষ্ট থাকতে হবে। [অনু-২৫]

১. অন্যান্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা।

২. আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান।

৩. আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘ সনদের নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন।

৪. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ পরিহার এবং সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করবে।

৫. প্রত্যেক জাতির স্বাধীন অভিপ্রায় অনুযায়ী পন্থার মাধ্যমে নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠনের অধিকার সমর্থন করবে। [অনু-২২]

৬. সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশিকতাবান বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নির্পীড়িত জনগণের ন্যায়সংগত সংগ্রামকে সমর্থন করবে।

দ্বিতীয় ভাগ-রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

সংবিধানের আইনগত মর্যাদা

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিগুলো সংবিধানের নির্দেশাত্বকনীতি হিসেবে বিবেচিত যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এই নীতিগুলো আদালতের মাধ্যমে বলবৎ করা যায় না। কারণ বাংলাদেশ সংবিধানের ৮(২) উপ-অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে বলে দেয় হয়েছে যে, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিগুলোকে আদালতের মধ্যমে বলবৎ কর যাবে না। শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের যদিও দায়িত্ব রয়েছে এই নীতিগুলোর দিকে দৃষ্টি রেখে শাসনকার্য পরিচালনা ও আইন প্রণয়ন করার। কিন্তু কোন দেশেই এ সকল নীতিগুলোকে আদালতের মাধ্যমে বলবৎ করার বিধান রাখা হয় না। অর্থাৎ সরকার যদি এ নীতিগুলো বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয় তাহলে সরকারের বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা নেয়া যাবে না। তবে আদালত অনেক সময় রায় প্রদানের সময় মূলনীতিগুলোকে ব্যাখ্যার সাহায্য হিসেবে গ্রহণ করে। বাংলাদেশ সংবিধানের ৪৭নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "মূলনীতি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সংসদ যদি সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত্বকরণ, বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ বা উহার পরিচালনার বা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করে, তবে উক্ত আইন মৌলিক অধিকারের পরিপন্থি হলেও আদালত তা বাতিল করবে না।"

POLL QUESTION-03

➲ সংবিধানে অনুপার্জিত আয় বা ঘুষের কথা উল্লেখ আছে কত নং অনুচ্ছেদে?

(a) ১৯ নং

(b) ২০ নং

(c) ২১ নং

(d) ২২ নং

তৃতীয় ভাগ-মৌলিক অধিকার

অনুচ্ছেদ	বর্ণনা
২৬	মৌলিক অধিকারের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ আইন বাতিল বলে গণ্য হবে।
২৭	সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।
২৮(২)	রাষ্ট্র ও জন জীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবে।
২৮(৪)	নারী বা শিশুদের অনুকুলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের জন্য রাষ্ট্র বিশেষ বিধান প্রণয়ন করতে পারবে।
২৯(১)	প্রজাতন্ত্রের কার্যে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের সুযোগের সমতা থাকবে।
৩০	রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোন নাগরিক কোন বিদেশি রাষ্ট্রের নিকট হতে কোন খেতাব, সম্মান বা পুরস্কার গ্রহণ করবে না।

তৃতীয় ভাগ-মৌলিক অধিকার

অনুচ্ছেদ	বর্ণনা
৩১	আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার
৩২	কোন ব্যক্তির জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হতে বঞ্চিত করা যাবে না।
৩৩(১)	গ্রেফতারকৃত কোন ব্যক্তিকে যথা সম্ভব শীঘ্র গ্রেফতারের কারণ জানাতে হবে। তাকে ব্যক্তিগত আইনজীবী নিয়োগ ও আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে।
৩৩(২)	গ্রেফতারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে (যাতায়াত সময় ব্যতিরেকে) নিকটতম Magistrate এর নিকট হাজির করতে হবে এবং Magistrate এর আদেশ ব্যতীত তাকে তদরিক্তকাল প্রহরায় আটক রাখা যাবে না।
৩৪	সকল প্রকার জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধ এবং তা লঙ্ঘিত হলে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে।

তৃতীয় ভাগ-মৌলিক অধিকার

অনুচ্ছেদ	বর্ণনা
৩৫	বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে রক্ষণ
৩৬	চলাফেরার স্বাধীনতা (Freedom of Movement)
৩৭	সমাবেশের স্বাধীনতা (Freedom of Assembly)
৩৮	সংগঠনের স্বাধীনতা (Freedom of Association)
৩৯	চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক স্বাধীনতা (Freedom of Thought and Conscience & Speech)
৪০	পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা (Freedom of Profession/ Occupation)
৪১	ধর্মীয় স্বাধীনতা (Freedom of Religion)

তৃতীয় ভাগ-মৌলিক অধিকার

অনুচ্ছেদ	বর্ণনা
৪২	সম্পত্তির অধিকার (Right to Property)
৪৩	গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ (Protection of Home & Correspondence)
৪৪	কোন ব্যক্তির মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে সে সংবিধানের ১০২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগে মামলা রুজু করতে পারবে।
৪৬	দায়মুক্তি ও বিধানের ক্ষমতা
৪৭	কতিপয় আইনের হেফাজত

*** বাংলাদেশের নাগরিক ও বিদেশি = ৩২/৩৩/৩৪/৩৫/৪১/৪৪ = ০৬টি

শুধু বাংলাদেশের নাগরিক = ২৭/২৮/২৯/৩০/৩১/৩৬/৩৭/৩৮/৩৯/৪০/৪২/৪৩ = ১২টি

বাংলাদেশের সংবিধানের উল্লেখযোগ্য মৌলিক অধিকার সমূহ

- আইনের দৃষ্টিতে সমতা ২৭নং
- ধর্মের কারণে বৈষম্য রোধ ২৮নং
- সরকারি নিয়োগ লাভে সুবিধা ২৯নং
- ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার ৩২নং
- গ্রেপ্তার ও আটক, রক্ষাকবচ ৩৩নং
- সংগঠনের স্বাধীনতা ৩৮নং
- চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা ৩৯নং

বাংলাদেশের সংবিধানের উল্লেখযোগ্য মৌলিক অধিকার সমূহ

মৌলিক অধিকার: মৌলিক অধিকার হলো জনগণের সেই সমস্ত অধিকার যেগুলো সংবিধান দ্বারা সংরক্ষিত ও আইন দ্বারা বলবৎযোগ্য। মৌলিক অধিকারগুলো সবই মানবাধিকার। তবে মানবাধিকারের মধ্যে যে অধিকারগুলো লঙ্ঘিত হলে আদালতের মাধ্যমে আদায় করতে পারে সেগুলো মৌলিক অধিকার। মৌলিক অধিকারের সাথে অসামঞ্জস্য সকল প্রচলিত আইন যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ততখানি বাতিল বলে গণ্য হয়। রাষ্ট্র মৌলিক অধিকার পরিপন্থী কোন আইন তৈরী করবে না।

মৌলিক অধিকার সমূহ: বাংলাদেশ সংবিধানে ১৮টি মৌলিক অধিকার সন্নিবেশ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগের ২৭নং-৪৪নং, মোট ১৮টি মৌলিক অধিকারের প্রকৃতি ও ভোগের নিশ্চয়তা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। ১৮টি মৌলিক অধিকার সমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

বাংলাদেশের সংবিধানের উল্লেখযোগ্য মৌলিক অধিকার সমূহ

A. রাষ্ট্রে অবস্থানরত নাগরিক ও বিদেশি উভয়ে ভোগ করতে পারে। এরূপ মৌলিক অধিকার ৬টি। এগুলো নিম্নরূপ:

(ক) জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার (অনু: ৩২)

(খ) গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবজ (অনু: ৩৩)

(গ) জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধ করণ (অনু: ৩৪)

(ঘ) বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে রক্ষাকবজ (অনু: ৩৫)

(ঙ) ধর্মীয় স্বাধীনতা (অনু: ৪১)

(চ) সাংবিধানিক প্রতিকার পাওয়ার অধিকার (অনুঃ ৪৪)

বাংলাদেশের সংবিধানের উল্লেখযোগ্য মৌলিক অধিকার সমূহ

B. শুধুমাত্র বাংলাদেশের নাগরিকরা ভোগ করতে পারে- এরূপ মৌলিক অধিকার ১২টি। এগুলো নিম্নরূপ:

(ক) আইনের দৃষ্টিতে সমতা (অনু: ২৭)
(খ) ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদে বৈষম্য না প্রদান (অনু: ২৮)
(গ) সরকারি নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা (অনু: ২৯)
(ঘ) রাষ্ট্রপতি পূর্বানুমোদন ব্যতীত বিদেশি খেতাব গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ (অনু: ৩০)
(ঙ) আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার (অনু: ৩১)
(চ) চলাফেরার স্বাধীনতা (অনু: ৩৬)
(ছ) সমাবেশের স্বাধীনতা (অনু: ৩৭)
(জ) সংগঠনের স্বাধীনতা (অনু: ৩৮)
(ঝ) চিন্তাও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক স্বাধীনতা (অনু: ৩৯)
(ঞ) পেশা ও বৃত্তির স্বাধীনতা (অনু: ৪০)
(ট) সম্পত্তির অধিকার (অনু: ৪২)
(ঠ) গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ (অনু: ৪৩)

POLL QUESTION-04

➲ জোরপূর্বক শ্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে-

(a) ৩৩নং অনুচ্ছেদে

(b) ৩৪ নং অনুচ্ছেদে

(c) ৩৭ নং অনুচ্ছেদে

(d) ৪৩ নং অনুচ্ছেদে

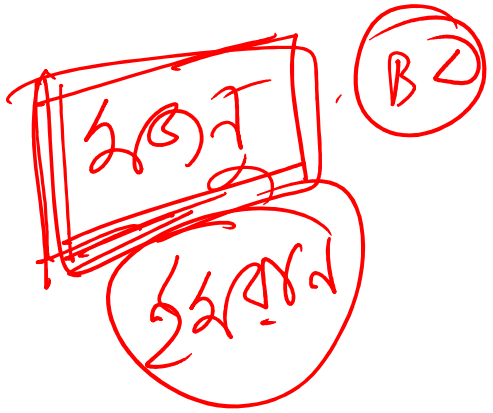

মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের মধ্যে পার্থক্য

	মৌলিক অধিকার	মানবাধিকার
সংজ্ঞাগত	সকল মৌলিক অধিকার মানবাধিকার।	সকল মানবাধিকার মৌলিক অধিকার নয়।
উৎসগত	মৌলিক অধিকারের উৎস হল একটি রাষ্ট্রের সংবিধান।	মানবাধিকারের উৎস সংবিধান নয়, এর উৎস হলো আন্তজাতিক আইন এবং জাতিসংঘ ঘোষিত বিভিন্ন সনদ, যেমন- Universal Declaration of Human Rights, 1948.
সীমানা	মৌলিক অধিকার একটি দেশের ভূ-খণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।	মানবাধিকার বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত।
রক্ষক	মৌলিক অধিকারের রক্ষক সংবিধান। সংবিধানের পক্ষে সুপ্রীম কোর্ট এই দায়িত্ব পালন করে।	মানবাধিকারের রক্ষক আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ।
খর্ব	জরুরী অবস্থায় মৌলিক অধিকার খর্ব হয়। অন্য কোন সময়ে নয়।	দেশে দেশে মানবাধিকার প্রায়ই ক্ষুণ্ন হয়।
বলবৎকরণ	এটি আইন দ্বারা বলবৎ করা যায়।	মানবাধিকার আইন দ্বারা বলবৎ করা যায় না।
ভিন্নতার প্রশ্নে	মৌলিক অধিকার গুলো এক দেশ থেকে অন্য দেশে ভিন্নতর।	মানবাধিকার সার্বজনীন।
প্রযোজ্য	মৌলিক অধিকারগুলো কোন দেশের নাগরিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করা হয়।	মানবাধিকার পৃথিবীর প্রত্যেকের কাছে সমভাবে প্রযোজ্য।

নারী অধিকার

বাংলাদেশের সংবিধানের নারীদের অধিকার :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানে নারীদের নিম্নবর্ণিত অধিকারের কথা নিশ্চিত করা হয়েছে:

অনুচ্ছেদ ১৯: সুযোগের সমতা :

- ১৯ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় উল্লেখ রয়েছে- 'জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।'

অনুচ্ছেদ ২৮: ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য :

- ২৮(১) ধারায় উল্লেখ রয়েছে 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।'

- ২৮(২) ধারায় উল্লেখ রয়েছে 'রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।'

নারী অধিকার

- ২৮(৩) ধারায় উল্লেখ রয়েছে 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।'
- ২৮(৪) ধারায় উল্লেখ রয়েছে নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অনগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।'

➢ অনুচ্ছেদ ৬৫: সংসদ প্রতিষ্ঠা :

- ৬৫ অনুচ্ছেদের (৩) ধারায় নারীর জন্য সংসদে আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে এবং এ ধারার অধীনে স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে- 'পঞ্চাশ মহিলা-সদস্য লইয়া সংসদ গঠিত হইবে।'

ধর্মনিরপেক্ষতা

১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সন্নিবেশিত হয় জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর সংবিধান কার্যকরী হওয়ার পর থেকে এ অবধি ১৭টি সংশোধনী আনা হয়েছে এবং এতে সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ বা ধারা-উপধারা পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজনের পাশাপাশি রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতিতেও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ-

- ধর্মনিরপেক্ষতা পরিবর্তিত হয় 'আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাসে এবং জাতীয়তাবাদ পরিবর্তিত হয় 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে।
- সমাজতন্ত্র হয়- সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় বিচারের অর্থে সংবিধানের ভূমিকায় যা বর্ণিত হয় এভাবে "...absolute trust socialism and faith in the Almighty Allah, nationalism, democracy and meaning economic and social justice, ...the fundamental principles of the constitution." পরবর্তীতে আপিল বিভাগের রায়ে ৫ম সংশোধনীর কিছু অংশ বাতিল হয়ে মূল সংবিধান পুনস্থাপিত করেন এবং কিছু অংশে ৫ম সংশোধনী বহাল রাখেন।

ধর্মনিরপেক্ষতা

পঞ্চম সংশোধনী এবং ধর্মনিরপেক্ষ রূপের পরিবর্তন : মূল সংবিধানের ১২নং অনুচ্ছেদ ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা বিলুপ্ত করে ৮(১) অনুচ্ছেদে এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়, সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস। সেই সাথে ৮(১) (ক) তে ব্যাখ্যায় বলা হয়, সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হবে যাবতীয় কার্যাবলির ভিত্তি। মূলত দুটি কারণে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতা নীতির আমূল পরিবর্তন আনয়ন করা হয়। প্রথমত, অভ্যন্তরীণ কারণে এবং দ্বিতীয়ত, বৈদেশিক নীতির কারণে।

দেশের অধিকাংশ লোক মুসলমান (তৎকালীন সময়ে ৮২% এবং বর্তমান সময়ে ৮৯%) ও ধর্মভীরু। মূল সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার সংযোজন ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। তারা মনে করেছিলেন বাংলাদেশের ৮২% মুসলমান জনগোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাসে সুপরিকল্পিতভাবে আঘাত হানার জন্যই এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রতিক্রিয়া মোকাবেলায় তৎকালীন সরকার বিভিন্ন যুক্তি দাঁড় করালেও কোন ফল হয়নি। অন্যদিকে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করায় মুসলিম বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠার পথে কিছুটা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে জিয়া সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির পরিবর্তন আনেন এবং মুসলিম বিশ্বের আস্থা অর্জনে সমর্থ হন।

ধর্মনিরপেক্ষতা

ধর্মনিরপেক্ষতার স্থলে সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস সংযোজনের যুক্তি দেখানো হয় যে, রাষ্ট্রধর্মের ব্যাপারে কোন পক্ষপাতিত্ব করবে না বা ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার না করে বরং রাজনীতির বাইরে রাখা হবে। বাংলাদেশের ৮৯% জনগোষ্ঠী ইসলাম ধর্মের অনুসারী। ইসলাম মহান আল্লাহর একত্ববাদ ঘোষণা করে সকল ধর্মের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শনে উদ্বুদ্ধ করে। রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সংহতি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য বিশেষত সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প হতে মানুষের মূল্যবান জীবন-সম্পদ ও সম্পর্ককে রক্ষণের প্রয়াসে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের বিরূপ মনোভাব দূর করতে সকল ধর্মের প্রতি উদারনীতি প্রদর্শনপূর্বক জিয়াউর রহমান সরকার সংবিধান সংশোধন করে ধর্মনিরপেক্ষতা'র পরিবর্তে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' প্রতিস্থাপন করেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের ধর্মীয় সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগিয়ে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি এবং মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক আরো জোরদার করার জন্যই এই সংশোধনী আনয়ন করেন। অবশ্য পরবর্তীতে জেনারেল এরশাদ মুসলমানদের আরো সন্তুষ্ট করার জন্য সংবিধানের সংশোধনী এনে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদা দেন। সংবিধানের প্রথম ভাগে ২(গ)তে উল্লেখ করা হয়, 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাবে'।

ধর্মনিরপেক্ষতা

বাংলাদেশ ইটালিয়ান মার্বেল ওয়ার্কস লি. বনাম বাংলাদেশ সরকার মামলায় ২০০৫ সালের ২৯ আগস্ট হাইকোর্ট বিভাগের একটি বেঞ্চ সংবিধানের ৫ম সংশোধনীকে অবৈধ ঘোষণা করেন। এ সংক্রান্ত লিভ পিটিশন আপিল বিভাগ ২ ফেব্রুয়ারি ২০১০ খারিজ করে দেন এবং ২৭ জুলাই ২০১০ পূর্ণাঙ্গ রায় ঘোষণা করেন। রায়ে ধর্মনিরপেক্ষতা সংক্রান্ত হাইকোর্ট বিভাগের রায়বহাল রাখেন। এর ফলে ১৯৭২ সালের সংবিধানের চার মূলনীতির অন্যতম ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠিত হয়, ১২ অনুচ্ছেদ পুনরুজ্জীবিত হয় এবং ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা সংবিধানে স্থান লাভ করে। এছাড়া ৩৮ অনুচ্ছেদে ধর্মভিত্তিক সংগঠন গঠনের প্রতি নিষেধাজ্ঞা বহাল হয়। তবে সপ্তম সংশোধনীতে আনীত রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম সংক্রান্ত বিষয়ে কোন নির্দেশনা প্রদান করা হয়নি।

POLL QUESTION-05

➲ রাষ্ট্রধর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে কোন অনুচ্ছেদে?

(a) ১ নং

(b) ২(ক) নং

(c) ৩ নং

(d) ৪ নং

বিগত সালের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➢ কোন অনুচ্ছেদ বলে বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী পরিবর্তনযোগ্য নয়? [৪১তম বিসিএস]

(ক) অনুচ্ছেদ ৭ (খ) অনুচ্ছেদ ৭ (ক)

(গ) অনুচ্ছেদ ৭ (খ) (ঘ) অনুচ্ছেদ ৮

➢ বাংলাদেশের সংবিধানের এয়োদশ সংশোধনীর মূল বিষয় কি ছিল? [৪১তম বিসিএস]

(ক) বহুদলীয় ব্যবস্থা (খ) বাকশাল প্রতিষ্ঠা

(গ) তত্ত্বাবধায়ক সরকার (ঘ) সংসদে মহিলা আসন

➢ সংবিধানের চেতনার বিপরীতে সামরিক শাসনকে বৈধতা দিতে কোন তফসিলের অপব্যবহার করা হয়? [৪১তম বিসিএস]

(ক) ৪র্থ তফসিল (খ) ৫ম তফসিল

(গ) ৬ষ্ঠ তফসিল (ঘ) ৭ম তফসিল

➢ সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদের আলোকে বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি পরিচালিত হয়? [৪১তম বিসিএস]

(ক) অনুচ্ছেদ ২২ (খ) অনুচ্ছেদ ২৩

(গ) অনুচ্ছেদ ২৪ (ঘ) অনুচ্ছেদ ২৫

বিগত সালের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➢ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রবর্তিত হয়- **[৪০তম বিসিএস, ২০তম বিসিএস, ১০তম বিসিএস]**

(ক) ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ (খ) ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ (গ) ৭ মার্চ, ১৯৭২ (ঘ) ২৬ মার্চ, ১৯৭৩

➢ বাংলাদেশের সংবিধান সর্বপ্রথম কোন তারিখে গণপরিষদে উত্থাপিত হয়? **[১৪তম বিসিএস]**

(ক) ১২ অক্টোবর, ১৯৭২ (খ) ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২

(গ) ২৬ মার্চ, ১৯৭৩ (ঘ) ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৩

➢ বাংলাদেশের রাজধানী কোথায়? **[৩৩তম বিসিএস]**

(ক) ঢাকা উত্তর (খ) ঢাকা দক্ষিণ (গ) ঢাকা (ঘ) শেরে বাংলা নগর

➢ সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশি বলে পরিচিত হবেন? **[২৬তম বিসিএস]**

(ক) ৬ (১) (খ) ৬ (২) (গ) ৭ (ঘ) ৮

বিগত সালের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➢ নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক করার বিষয়টি সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে? [৩৯তম বিসিএস]

(ক) অনুচ্ছেদ ২৩ (খ) অনুচ্ছেদ ২৪ (গ) অনুচ্ছেদ২১ (ঘ) অনুচ্ছেদ ২২

➢ নিচের কোনটি নাগরিকের দায়িত্ব? [৩৮তম বিসিএস]

(ক) রাস্তায় ট্রাফিক আইন মেনে চলা (খ) শিল্প কারখানায় অধিক শ্রমিক নিয়োগ দেয়া
(গ) দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা (ঘ) রাজনৈতিক সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত হওয়া

➢ বাংলাদেশের সংবিধানের ২১(২) ধারায় বলা হয়েছে "সকল সময়ে ---------- চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।" শূন্যস্থান পূরণ করুন। [১৮তম বিসিএস]

(ক) জনগণের সেবা করবার (খ) রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবার
(গ) সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবার (ঘ) সংবিধানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবার

বিগত সালের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➢ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কোন ধারায় সকল নাগরিককে আইনের দৃষ্টিতে সমতার কথা বলা হয়েছে? **[৩৮তম, ২৪তম বিসিএস]**

(ক) ধারা ২৬ (খ) ধারা ২৭ (গ) ধারা ২৮ (ঘ) ধারা ২৯

➢ সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে 'রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবেন' বলা আছে? **[২৭তম বিসিএস]**

(ক) ১০ নং অনুচ্ছেদে (খ) ২১ (২) নং অনুচ্ছেদে
(গ) ২৭ নং অনুচ্ছেদে (ঘ) ২৮ (২) নং অনুচ্ছেদে

➢ বাংলাদেশের সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদ বলে রাষ্ট্র নারী, শিশু বা অনগ্রসর নাগরিকদের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান তৈরির ক্ষমতা পায়? **[২১তম বিসিএস]**

(ক) ২৫ (খ) ২৮ (গ) ৪০ (ঘ) ৪২

বিগত সালের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➢ বেসরকারি বিল কাকে বলে? [২৬তম বিসিএস]

(ক) স্পিকার যে বিলকে বেসরকারি বলে ঘোষণা দেন
(খ) সংসদ সদস্যদের উত্থাপিত বিল
(গ) বিরোধী দলের সদস্যদের উত্থাপিত বিল
(ঘ) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঘোষিত বিল

➢ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে কোরাম হয় কত সদস্যের উপস্থিতিতে? [২৫তম, ২১তম বিসিএস]

(ক) ৫৭ জন (খ) ৬০ জন (গ) ৬২ জন (ঘ) ৬৫ জন

➢ বাংলাদেশে কোনো ব্যক্তির ভোটাধিকার প্রাপ্তির ন্যূনতম বয়স কত? [২০ তম, ১৯তম বিসিএস]

(ক) ১৬ বছর (খ) ১৮ বছর (গ) ২০ বছর (ঘ) ২১ বছর

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়